তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক
বাংলাদেশ ২০২০

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

সার সংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপি বছরে প্রায় ৮০ লাখ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ি তামাক কোম্পানি। তামাকজনিত রোগ, মৃত্যু এবং সমাজ তথা গোটা রাষ্ট্রীয় জীবনে তামাকের বিধ্বংসী প্রভাবের জন্য তামাক কোম্পানিকে কখনই উপযুক্ত জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়নি। এমনকি চলমান কোভিড-১৯ মহামারিকেও শতভাগ কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে কোম্পানিগুলো। মহামারি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি রয়েছে এমন দেশগুলোতে সাহায্য সহযোগিতার অজুহাতে তারা নিজেদেরকে "সমাধানের অংশ" (part of the solution) বা "ত্রাতা" হিসেবে উপস্থাপন করছে। তামাক কোম্পানিগুলো এভাবেই জাতীয় কোন সমস্যা সমাধানের অজুহাতে প্রথমে সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের সান্নিধ্যে আসে এবং সখ্য গড়ে তোলে এবং পরবর্তিতে এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশটির তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করে নীতিগুলোর ভিত্তি ও বাস্তবায়ন দুর্বল করে দেয়, এটা তাদের অতি পুরনো একটি কৌশল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে তাদের জনস্বাস্থ্য নীতিসমূহ সুরক্ষা করবে মর্মে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৪ সালে এফসিটিসি অনুসমর্থন করে এবং ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে যা ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। এফসিটিসি'র বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিসমূহ তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘমেয়াদী একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তবে ইতোমধ্যে ৪ বছর অতিবাহিত হলেও তামাক নিয়ন্ত্রণে ধীর গতির কারণে নির্ধারিত সময়ে এই লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহার ৩৫.৩ শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৪৩.৩ শতাংশ।[১] এই অগ্রগতি

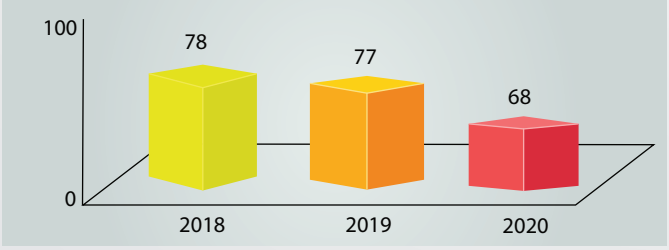

Lower score shows lower interference and better implementation of Article 5.3

> **তামাক মহামারি পুরোটাই মনুষ্যসৃষ্ট, সরকার এবং সুশীল সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পারে এই পরিস্থিতি পাল্টাতে।**
>
> **ড. মার্গারেট চ্যান**
> ভূতপূর্ব মহাপরিচালক (২০০৬-২০১৭)
> বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

সন্তোষজনক, তবে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। তামাক কোম্পানির অব্যাহত হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, বিশেষত তামাকের চাহিদা ও সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপসমূহ দুর্বল এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গত বছরের (২০১৯) তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক' এ বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৬৮। ২০১৮ এবং ২০১৭ সালে এই স্কোর ছিল যথাক্রমে ৭৭ ও ৭৮। অর্থাৎ আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নে সরকারের অগ্রগতি/স্কোর এবছর কিছুটা সন্তোষজনক। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শক্তিশালী অবস্থান এর অন্যতম কারণ। নানামুখী চাপ সত্ত্বেও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ২০১৯ এর খসড়া প্রণয়নে তামাক কোম্পানির মতামত গ্রহণ করেনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। একইসাথে গবেষণা সময়কালে তামাক কোম্পানিকে সরকারিভাবে সহযোগিতা প্রদানের কোনো ঘটনা লক্ষ্য করা যায়নি। তারপরও এবছরে প্রাপ্ত স্কোর অনেক বেশি, যার অর্থ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিভিন্ন নীতি/পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এখনও তামাক কোম্পানির শক্তিশালী হস্তক্ষেপ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভয়াবহ কোভিড-১৯ মহামারিকালেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেয়া জনবান্ধব উদ্যোগ তামাক কোম্পানিকে ভেস্তে দিতে দেখা গেছে। তামাক ব্যবসায় সরকারের বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্ব থাকার সুবাদে প্রশাসনযন্ত্রে বিদ্যমান যোগাযোগ এবং তথাকথিত 'বড় করদাতা'র কার্ড ব্যবহার করে, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে করোনাকালীন লকডাউনের মধ্যেও সিগারেট উৎপাদন, বিপণন, সরবরাহ এবং তামাকপাতা ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিশেষ অনুমতি আদায় করে নেয় দুইটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি।[২,৩] এই বিশেষ অনুমতি প্রত্যাহার এবং করোনা মহামারির সময়ে সাময়িকভাবে তামাক পণ্যের

[1] Global Adult Tobacco Survey (GATS). Bangladesh 2017. Available at http://www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf?ua=1
[2] Ministry of Industry Order for BAT Bangladesh; 03 April 2020, https://moind.gov.bd/sites/default/files/files/moind.portal.gov.bd/notices/a0a0de3f_7e11_4635_bb23_1e1e2636fe80/BAT%20Letter.pdf [Accessed on 06 June 2020]
[3] Ministry of Industry Order for JTI Bangladesh; 05 April 2020, https://moind.gov.bd/sites/default/files/files/moind.portal.gov.bd/notices/b270dd1d_0435_4d09_8731_0ad7af087fbe/Letter%20United%20Dhaka%20Tobacco.pdf [Accessed on 06 June 2020]

উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়[৪], যা শেষ পর্যন্ত নাকচ হয়ে যায়[৫]। সুতরাং কেবল তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নয়, নীতি নির্ধারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি। উল্লেখ্য, সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। গবেষণায় সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপসমূহ কিভাবে আমলে নিয়েছে এবং সেগুলো মোকাবিলায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইনের[৬] আলোকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)[৭] কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে সাতটি বিভাগে মোট ২০টি প্রশ্নের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত উৎস (publicly available) যেমন, সরকারি ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, তামাক কোম্পানির প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে স্কোর ১ থেকে ৫ এবং কিছু ক্ষেত্রে উত্তর 'না' হলে ১ এবং 'হ্যাঁ' হলে স্কোর ৫ প্রদান করা হয়েছে। স্কোর যত কম, আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রতিপালন তত সন্তোষজনক।

ফলাফল

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, ২০২০ এ বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর ৬৮

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি প্রণয়নে সরকারি কোন আন্তঃবিভাগীয় কমিটি বা উপদেষ্টা কমিটিতে অংশগ্রহণের জন্য তামাক কোম্পানি কিংবা কোম্পানির কোনো প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা গেলেও, অর্থ মন্ত্রণালয় বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর মাধ্যমে তামাক কোম্পানিকে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটাতে দেখা গেছে। খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৯-এর বিরোধিতা করে বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন(বিসিএমএ) -এর পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী বরাবর চিঠি পাঠানো হয় এবং চিঠির অনুলিপি সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, যেমন: অর্থ বিভাগের সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব এবং এনবিআর চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়। অক্টোবর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিসিএমএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে এনবিআর জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৯ চূড়ান্তকরণে তামাক কোম্পানির মতামত গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়।

তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কর্মসূচি

২৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)- পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এ মোটা অংকের অনুদান প্রদান করে। বিএটিবি'র প্রতিনিধিদল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর হাতে সরাসরি অনুদানের চেক হস্তান্তর করে এবং এ সংক্রান্ত সংবাদ ও ছবি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেসবুক পেইজে প্রচার করা হয়।

তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের ওপর বিদ্যমান ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ সংশোধন করে তামাক কোম্পানিকে 'ট্যাক্স ক্রেডিট' সুবিধা প্রদান করে। এছাড়া বিড়ি মালিকদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারির মাধ্যমে নন-ফিল্টার বিড়ির শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনে এনবিআর।

তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও কৌটার উপরিভাগে অন্যূন ৫০ শতাংশ জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ)-এর পক্ষ থেকে রিভিউ পিটিশনের প্রেক্ষিতে গত ৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে হাইকোর্ট যে স্থগিতাদেশ দেয়, তা বহাল রয়েছে। ফলে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আইনানুগ বাস্তবায়ন নিয়ে এখনো সংশয় রয়ে গেছে।

তামাক কোম্পানির সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ

২০১৯ সালে সরকার তামাক কোম্পানির সাথে গণ সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন: তামাকের চোরাচালান বন্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে তামাক বিক্রি বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি সই করেনি। তবে বরাবরের মতো এ বছরেও তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

---

[৪] Health ministry requests to halt tobacco production, sales; Daily Business Standard, 19 May 2020, https://tbsnews.net/coronavirus-chronicle/covid-19-bangladesh/health-ministry-requests-halt-tobacco-production-sales [Accessed on 06 June 2020]
[৫] Industries Ministry rejects tobacco ban proposal; Daily Dhaka Tribune, 20 May 2020, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/05/20/tobacco-ban-industries-ministry-quashes-health-division-s-proposal [Accessed on 06 June 2020]
[৬] Framework Convention on Tobacco Control. Guidelines for implementation of FCTC Article 5.3, Geneva 2008, [decision FCTC/COP3(7)] http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_Article_5_3_English.pdf?ua=1
[৭] Assunta, M. Dorotheo, E. U.. SEATCA Tobacco Industry Interference Index: a tool for measuring implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3. April 2015 http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/04/23/tobaccocontrol-2014-051934

যেমন: অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিড়ি কোম্পানিকে শীর্ষ ভ্যাটদাতা এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে শীর্ষ করদাতা হিসেবে পুরস্কৃত করেছে।

২০১৯-এর নভেম্বরে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে তাই তামাকের ওপর যেন 'যৌক্তিক' করারোপ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে বিএটিবির কার্যক্রম ২০১৯ সালেও চলমান ছিলো।

স্বচ্ছতা সংক্রান্ত পদক্ষেপ

২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ)-এর সাথে একটি প্রাক-বাজেট বৈঠক আয়োজন করে। জুলাই থেকে আগস্ট ২০১৯ সময়কালে তামাক খাত থেকে রাজস্ব আহরণ কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে অক্টোবর মাসে তামাক কোম্পানির সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয় এনবিআর। তবে বৈঠকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্যই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএটিবি-এর নন-এক্সিকিউটিভ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর ৯.৬১ শতাংশ শেয়ার ২০১৯ সালেও অব্যাহত ছিলো। তামাক কোম্পানির কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন নীতি করা হয় নাই। তবে, সাধারণভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪এ ধারাবলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন পত্র জমাদানকালে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ভার বহনের সম্ভাব্য উৎস উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

সরকার বেশকিছু সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করেছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) আর্টিকেল ৫.৩-এর আলোকে দুইটি খসড়া আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে, একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর জন্য এবং অন্যটি সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মকর্তার জন্য। ২২ জানুয়ারি ২০১৯ খসড়াগুলো পর্যালোচনার জন্য কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছে এনটিসিসি। তবে এখনো কোন আচরণবিধি চূড়ান্ত হয়নি।

তামাক কোম্পানিগুলোকে প্রতি মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর নির্ধারিত ছকে রাজস্ব বিবরণী জমা দিতে হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৭ অনুসারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ জমার বিবরণী সরকারকে প্রদান করে থাকে তামাক কোম্পানি। তবে এখন পর্যন্ত তামাক কোম্পানির মার্কেট শেয়ার, বিপণন ব্যয়, সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক অনুদান বিষয়ক তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত কোন বিধান নেই।

সুপারিশমালা

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকতে সরকারকে অবশ্যই এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সকল শর্ত পূরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে:

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্টিক্যাল ৫.৩ এর প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য স্বাস্থ্যখাত ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করতে হবে।

২. তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার যেকোন অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সকল সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব এড়াতে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দকে তামাক কোম্পানির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।

৩. তামাকের চাহিদা হ্রাসকল্পে সরকারকে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৬ অনুসরণ করে একটি সহজ তামাককর ও মূল্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে ।

৪. ২০২২ সালের মধ্যে তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার/বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. সরকারকে তামাক কোম্পানি এবং এর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের সকল তথ্য এবং নথি প্রকাশ করতে হবে।

৬. রপ্তানি শুল্ক ও ভ্যাট অব্যাহতিসহ তামাক কোম্পানিকে প্রদত্ত সকল সুবিধা প্রত্যাহার করতে হবে। তামাক চাষে ভর্তুকিকৃত সার ব্যবহার নিষিদ্ধের বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. নতুন কোনো বিদেশি তামাক কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

৮. ২০২১ সালের মধ্যে সরকারকে অবশ্যই তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ বা আলোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচকে বিভিন্ন দেশের অবস্থান

স্কোর যত কম
অবস্থান তত ভাল

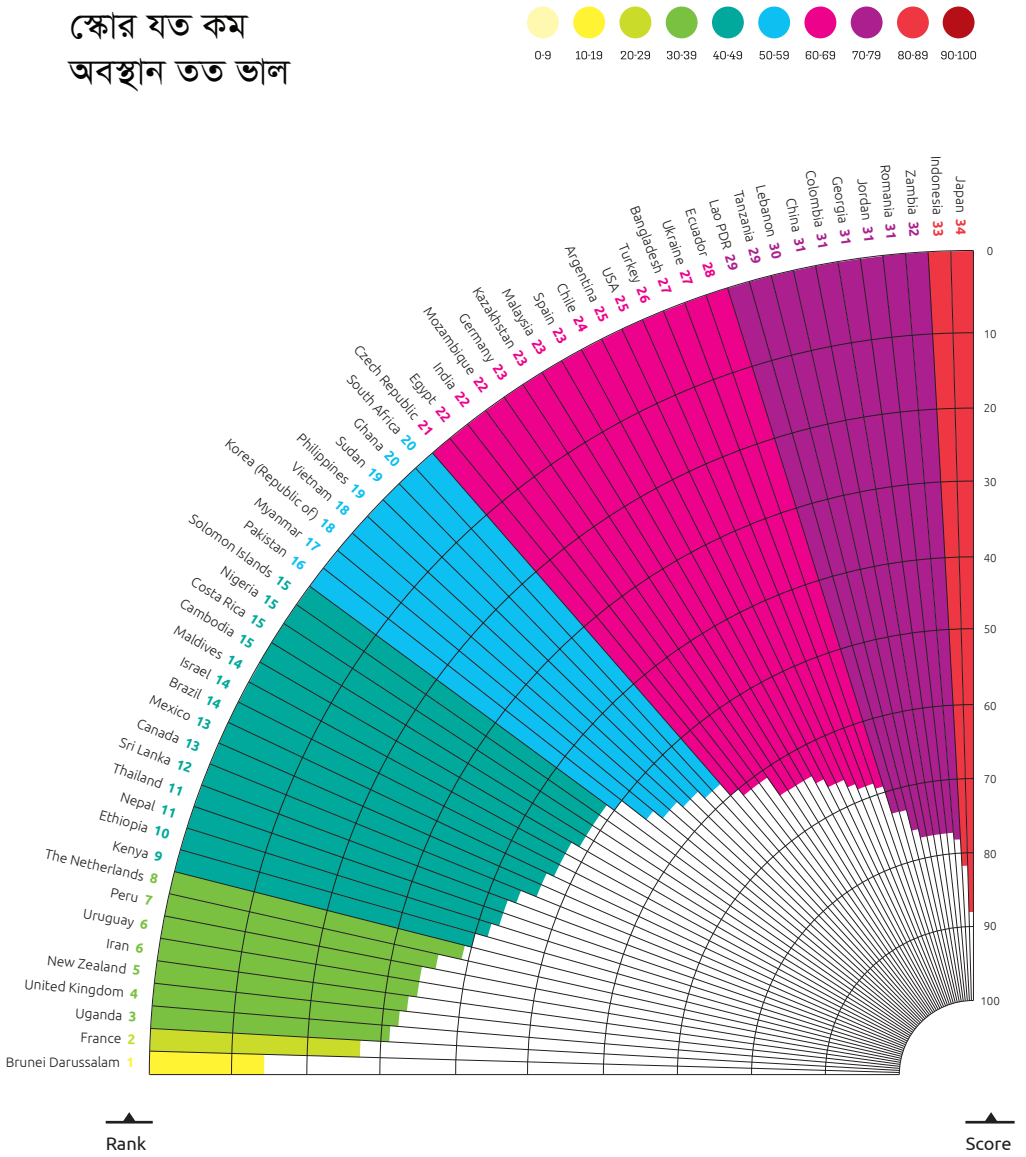

Source: The Global Tobacco Industry Interference Index 2020

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, বাংলাদেশ ২০২০: এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, প্রজ্ঞা

'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, বাংলাদেশ ২০২০' একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদন যেখানে বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ থেকে কতখানি সুরক্ষিত এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও প্রভাব মোকবেলায় সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছে ব্লুমবার্গ ফিল্যানথ্রপিস এর স্টপ (স্টপিং টোব্যাকো অরগানাইজেশন্স অ্যান্ড প্রোডাক্টস) প্রজেক্ট এবং থাইহেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন। প্রতিবেদন তৈরিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন ড. মেরি আসুন্তা। বাংলাদেশ প্রতিবেদনের এই তথ্যই পরবর্তীতে 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের বৈশ্বিক সূচক'-এ অন্তর্ভুক্ত হবে। South-East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)- এর উদ্যোগে প্রথমে একটি আঞ্চলিক প্রতিবেদনরূপে 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং পরবর্তীতে এ কাজে সহায়তা প্রদান করে ব্লুমবার্গ ফিল্যানথ্রপিস এর স্টপ (স্টপিং টোব্যাকো অরগানাইজেশন্স অ্যান্ড প্রোডাক্টস) প্রজেক্ট। 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের বৈশ্বিক সূচক'টি থাইল্যান্ডের থামাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব গ্লোবাল স্টাডিজের অন্তর্গত গ্লোবাল সেন্টার ফর গুড গভর্ন্যান্স ইন টোব্যাকো কনট্রোল (জিজিটিসি)-এর একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা।